যুগান্তর

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩ বছর

প্রকাশ : ২০ অক্টোবর ২০১৮, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

জি এম শহিদুর রহমান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-ছবি সংগৃহীত

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ কলেজ 'বিশ্ববিদ্যালয়' হিসেবে যাত্রা শুরু করে ২০০৫ সালের ২০ অক্টোবর। বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির আজ ১৩ বছর পূর্ণ হল। তবে অনিবার্য কারণে এ বছর 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' ২০ অক্টোবরের পরিবর্তে দু'দিন পিছিয়ে ২২ অক্টোবর পালিত হতে যাচ্ছে।

নানা মাত্রিক সংকট মাথায় নিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় একে একে ১৩টি বছর পার করল। দুঃখের বিষয়, এই একযুগেরও বেশি সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষার্থীদের

জন্য আবাসনের বন্দোবস্ত করতে পারেনি। সে জন্য ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সময়ে হলের দাবিতে আন্দোলন করেছে। আশার কথা হল- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবাসন সংকট নিরসনে কেরানীগঞ্জে ২০০ একর (প্রায়) জমি বরাদ্দ দিয়েছেন।

সম্প্রতি একনেকের সভায় 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন : ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন প্রকল্প' অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে সেখানে আবাসন সুবিধাসহ সবরকম আধুনিক সুবিধাসংবলিত নতুন একটি ক্যাম্পাস গড়ে তোলা হবে। এছাড়া বর্তমান ক্যাম্পাসের পাশে বাংলাবাজারে ছাত্রীদের জন্য একটি হল নির্মাণাধীন রয়েছে।

তবে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কি কেরানীগঞ্জে সম্প্রসারিত হচ্ছে, নাকি স্থানান্তরিত হচ্ছে? বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার। এখানে জানিয়ে রাখা ভালো, শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসের সম্প্রসারণ চায়, বর্তমান ক্যাম্পাসের স্থানান্তর চায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন সংকট আগের তুলনায় কমলেও পুরোপুরি সংকট নিরসন এখনও হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স যখন অর্ধযুগ, সে সময় ডেপুটেশনে থাকা শিক্ষকরা একসঙ্গে চলে যাওয়ায় শিক্ষক সংকট চরম আকার ধারণ করে। ফলে সেশনজট তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। বর্তমান উপাচার্য প্রথম মেয়াদে দায়িত্ব পাওয়ার পর সে সংকট মোকাবেলা করে সেশনজট দূর করতে সক্ষম হয়েছেন।

এখন আর সেশনজট নেই বললেই চলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ক্যান্টিনে খাবারের মান নিয়ে বরাবরের মতো অসন্তুষ্টি রয়েছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে। লাইব্রেরি-ল্যাবরেটরি সুবিধাও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। গবেষণা খাতে বরাদ্দ বলতে গেলে শূন্যের কোঠায়।

বিশ্ববিদ্যালয়টির ৮-৯টি ব্যাচ বেরিয়ে গেলেও এখন অবধি একটিও সমাবর্তন না হওয়ায় প্রশাসনের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা অমূলক নয়। সাবেক শিক্ষার্থীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন কবে নাগাদ তাদের সমাবর্তন দেয়া হবে। সাম্প্রতিককালে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের চাপে সমাবর্তন আয়োজনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির প্রথম সভায় আগামী বছরের গোড়ার দিকে সমাবর্তন আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

রাষ্ট্র ও কর্তৃপক্ষ এ বিদ্যাপীঠের প্রতি সুনজর দিলে শিক্ষার্থীরা দেশ ও জাতির জন্য অনেক সাফল্য বয়ে আনতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

জি এম শহিদুর রহমান : সাবেক শিক্ষার্থী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

s.rahman.jnu@gmail.com

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, **প্রকাশক :** সালমা ইসলাম

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৮ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।